

37761 - যে অসুস্থ ব্যক্তি রোয়া রাখতে পারে না

প্রশ্ন

আমার উপর গত রমযানের অনেক রোয়ার কায়া পালন বাকী রয়েছে। এখনও আমি সেগুলো রাখতে পারিনি। বর্তমানে পাকস্থলির এক রোগে ভুগছি। রোয়া রাখতে পারি না। আমি জানি না যে, ভবিষ্যতে কি রোয়া রাখতে পারব; নাকি পারব না (কারণ হতে পারে আমার রোগটি দূরারোগ্য)। এই রমযানের ব্যাপারে এবং বিগত রোয়াগুলোর ব্যাপারে আমি কী করব

প্রিয় উত্তর

আমরা মহান আরশের প্রভু আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আপনাকে সুস্থ করে দেন।

আপনার উপর আবশ্যিক হল নির্ভরযোগ্য ডাক্তারের কথার উপর নির্ভর করা। আপনি যে রোগে ভুগছেন যদি এ রোগ থেকে মুক্তির আশা থাকে তাহলে আপনি সুস্থ হওয়ার পর বর্তমান রমযান ও বিগত রমযানের যে দিনগুলোর রোয়া রাখতে পারেননি সেগুলোর কায়া পালন করবেন। যেহেতু আল্লাহত্তাআলা বলেন: “আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।”[সূরা বাকারা, ২: ১৮৫]

আর যদি রোগটি দূরারোগ্য হয়; আরোগ্য লাভের আশা না থাকে; তাহলে আপনার উপর আবশ্যিক হল: বর্তমান রমযান ও বিগত রমযানের প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবেন। যেহেতু আল্লাহত্তাআলা বলেন: “আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদিয়া দেয়া তথা একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৪]

ইবনে আবাস (রাঃ) বলেন: “তিনি (আয়াতে উক্ত ব্যক্তি) হচ্ছেন: বয়োবৃন্দ নর ও নারী; যারা রোয়া রাখতে পারেন না। তারা প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীন খাওয়াবেন।”[সহিহ বুখারী (৪৫০৫)]

যে রোগীর আরোগ্য লাভের আশা নেই তার হৃকুম বয়োবৃন্দ ব্যক্তির হৃকুমের অনুরূপ।

ইবনে কুদামা (রহঃ) ‘আল-মুগন্নী’ গ্রন্থে (৪/৩৯৬) বলেন:

“যে রোগীর আরোগ্য লাভের আশা নেই তিনি রোয়া না রেখে প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবেন। কেননা তিনি বৃদ্ধ লোকের হেতুর অধিভুক্ত।”[সমাপ্ত]

শাহীখ উচ্চাইমীন (রহঃ) “মাজালিসু রামাদান” (পৃষ্ঠা-৩২) বলেন:

“রোয়া রাখতে অক্ষম ব্যক্তি যার অক্ষমতা চলমান ও দূর হওয়ার আশা নেই, যেমন বয়োবৃন্দ ব্যক্তি কিংবা ক্যাঙ্গারের মত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যার সুস্থতার আশা নেই; এমন লোকের উপর রোয়া রাখা ওয়াজিব নয়। কেননা তিনি রোয়া রাখতে সক্ষম নন।

আল্লাহত্তাআলা বলেন: “তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর।”[সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬] তিনি আরও বলেন: “আল্লাহকাউকে
তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্বারোপ করেন না।”[সূরা বাকারা, ২:২৮৬]

তবে এমন ব্যক্তির উপর প্রতিদিনের রোষার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো ওয়াজিব।[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।